গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এপ্রিল ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	৩০/০৫/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০৬৩.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ১০৪৯.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩.৮২ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ৯৪৭.৩৫ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৯.১১%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭১৪.৯৯ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৫.৪৭%। জুলাই ২০২২-এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি ৫০.৩৩%।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২৩ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও

সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৯২.৮৩ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ৮২.৭৮ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৯.১৭%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৬৭.২৬ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮১.২৫%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫৭১.০০ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৫৮.৭৩ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৭.৮৫%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫২৯.৯৮ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৪.৮৫%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৯৯.০৬ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৩০০.৬৫ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭৫.৩৪%। ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৬৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৯.১৪%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি নতুন প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অবমুক্ত করা হয়েছে ১৯.৩৫ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৬.৭৫%। এ প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮.৭৯ লক্ষ টাকা। যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৫.৪৩%।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৯০.২৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৪৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৬৭.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৬.৯৫ কোটি টাকা যা আরিএডিপি বরাদ্দের ৮৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৪.৫৫ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৮.২৩%।

প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৪টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তকৃত ০৪টি স্টেশনের মধ্যে ০৩টি স্টেশন ইতোমধ্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপর ০১টি (গাজীপুর চৌরাস্তা মডার্ণ ফায়ার স্টেশন) টির মূল রাস্তার সাথে সংযোগের জন্য ০.২ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) ও প্রকল্প পরিচালক নিজে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে ০.২ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে দেখা করেন কিন্তু ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় যে, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির মিটিং এর মাধ্যমে ০.২ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হবে। সভাপতি মহোদয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁর Personal Secretary কে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, রোডম্যাপ অনুযায়ী চলমান স্টেশনগুলোর মধ্যে ০৩টি স্টেশন পিছিয়ে আছে বিশেষ করে শিবু মার্কেট ফতুল্লা স্টেশনের ৩০/০৫/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ২য় তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের গতি অনেক বেড়েছে। এরকম গতি অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ হবে। গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে প্রকল্প পরিচালক কালুরঘাট, চট্টগ্রাম স্টেশনটি পরিদর্শন করেন। প্রকল্পটির কাজের অগ্রগতি ৫৫%। স্টেশনটির ৩য় তলা ঢালাই হয়েছে ও কিচেন ভবনের ২য় তলার বিল্ডিং এর কাজ শেষ হয়েছে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা স্টেশনটির ৩ তলা বিল্ডিংয়ের মাটি ভরাটের কাজ প্রায় ৯০% শেষ হয়েছে ও সীমানা প্রাচীরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবরের মধ্যে প্রকল্প ০৩টির কাজ শেষ হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো অবহিত করেন যে, এপিএভুক্ত মোট ০৭টি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলতি অর্থ বছরে শেষ করার জন্য নির্ধারিত আছে। ০৩টি প্রকল্পের কাজ দ্রুতই শেষ হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অনুরোধ করে বলেন যে, পরে যে ০৩টি স্টেশনের কাজ শুরু হয়েছে যেমন কাঁচপুর

ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ স্টেশনের কাজের অগ্রগতি যেভাবে হচ্ছে এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে ২৭ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে কাজ শেষ করা যাবে। তাছাড়া যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল সে অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বিধায় কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করতে অনুরোধ করেন। কাজের অগ্রগতি যেভাবে হচ্ছে সে অনুযায়ী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ হবে মর্মে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Projectপ্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৮০.৬২ কোটি টাকা (জিওবি ১৯.০৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০.৮৮ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ জিওবি ১২.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩.৮২ কোটি টাকা মোট ২৫.৮৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে জিওবি অংশে ১২.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.৭০ কোটি টাকা মোট ২২.৭১ কোটি টাকা। অগ্রগতি ৮৭.৯২%। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি অংশে ১২.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৮.৪৭ কোটি টাকা মোট ৭০.৮৮ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৮৭.৯২%। প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ প্রকল্পের বিষয়ে বলেন যে, বঙ্গাবাজারে অগ্নিকান্ডের সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনে ব্যাপক ভাঙচুর সংঘটিত হয় এতে সেফার প্রকল্পের ভবনটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় ক্ষতিগ্রস্থ ভবনটি মেরামত করা এখনো সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (SAFER) Project হতে ফায়ার ফাইটার সদস্যগণের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের বিষয়ে KOICA থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সভাপতি মহোদয় KOICA এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে বিষয়টি দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দক্ষিণ কোরিয়া ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দিয়ে কন্ট্রোল সিস্টেম চালু রাখতে হবে। প্রকল্পে নির্ধারিত জনবল

কাঠামো মোতাবেক পদ সৃজন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(গ) <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ</u>:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত)	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রির্পোটসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি সুরক্ষা সেবা বিভাগে বিবেচনাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভার জন্য ইতোমধ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৪টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মে ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত)	গত ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০৯/০৫/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জুন/২০২৩ মাসের মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (মার্চ ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত)	গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই/২০২৩ মাসের মধ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (এপ্রিল ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫)	গত ০৬/০২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তমতে এ অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান রয়েছে	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। **<u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>**

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২/০৮/২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২৫/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) জারি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.০৮৭৯ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ২০.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবমুক্ত করা হয়েছে ১৯.৩৫ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৬.৭৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ০.০৮৭৯ কোটি টাকা, যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৬.২৩%। প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আইবাস থেকে টাকা বরাদ্দ হলে তারা খরচ করতে পারবে। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ইতোমধ্যে একটি টেন্ডার করা হয়েছে। আরো দুটি টেন্ডার জুন/২৩ এর ০১ তারিখে হবে এবং এ টেন্ডারগুলোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ২.৫ লাখ টাকা খরচ করা যাবে মর্মে সভাকে জানান। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরো অবহিত করেন যে, আউট সোর্সিং এর বেতন, আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ টাকা ব্যয় করা যাবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন প্রকল্প হিসেবে ০৫টি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ০৩টি প্রকল্পের মধ্যে ০৮ বিভাগীয় শহরে ১২টি জেলায় মাদকাসক্তি সনাক্তকরণ পরীক্ষা (ডোপ টেস্ট) প্রবর্তন প্রকল্পের পিইসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্পের ডিপিপি ০২টি গণপূর্ত অধিদপ্তরে পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল ২০২২ সম্প্রতি হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত রেট সিডিউল অনুযায়ী জুন ২৩ এর মধ্যেই ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। সভাপতি মহোদয় গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি চুড়ান্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্প ০২টি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	পূর্বে প্রকল্পে ০৫ একর জমির সংস্থান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির স্থানিক নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ও জমির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য গত ২২/০১/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠনের নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠনের নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২। স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:

(ক) <u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩২৮১.৫৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৭৯%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫১৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ

অবমুক্ত হয়েছে ৫১১.১৩ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৯.২৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৯৭.৩৯ কোটি টাকা যা অবমুক্ত অর্থের ৯৭.৩১%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ৫১৫.০০ কোটি টাকা এ প্রকল্পে বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে সংরক্ষণ ছিল ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থ ছিল ৫১১ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত ব্যয় করতে পেরেছেন ৪৯৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ব্যয় হয়নি ১১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। জুন/২৩ এর মধ্যে ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারবেন। সমর্পণ করতে হবে জ্বালানীতে অর্থাৎ গ্যাস, যার পরিমান ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এবং ভ্রমণ ব্যয় সমর্পন করতে হবে প্রায় ১ কোটি টাকা। প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করে আরো বলেন যে, চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের ৯৯% কাজ সম্পন্ন হবে। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০ কোটি টাকা উপযোজনের আবেদন করেছেন। উক্ত উপযোজনের ৬০ কোটি টাকা চলতি সপ্তাহে পাওয়া গেলে পরবর্তী ০২ সপ্তাহের মধ্যে ব্যয় করতে পারবেন। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো অবহিত করেন যে, বর্তমানে আইবাসে দেখাচ্ছে ৪১৪ কোটি টাকা, ৮৪ কোটি টাকার একটি এলসিবুক ট্রান্সফার হয় নাই, এ বিষয়ে কাজ করছেন মর্মে জানান। ৬০ কোটি টাকা দ্রুত উপযোজনের জন্য সভাপতি মহোদয় যুগ্মসচিব পরিকল্পনাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) স্টক শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৮.৪৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৯১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৪%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫৬.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৭.৬০ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৫%। এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩২.৫৯ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৮.৪৭%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এপ্রিল ও মে মাসে অর্থাৎ ৩০ মে পর্যন্ত ৪৭ কোটি ৬০ লাখ টাকার মধ্যে ৪২ কোটি ১৭ লাখ টাকা ছাড় হয়েছে যা প্রায় ৮৯%। সাধারণত ভৌত অগ্রগতি না হলে টাকা দেওয়া হয় না। তিনি আশা করেন ১৫ জুন ২০২৩ এর মধ্যে প্রায় সব টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে। প্রকল্প থেকে চাহিদা দেওয়ার পর ফিজিক্যালি খবর নেওয়া হয়। কারণ ভৌত কাজে খরচ বেশি হয়। প্রথম পর্যায়ে শুরু করা ভবন গুলোর মধ্যে কুঁড়িগ্রাম, শেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা বুঝে নেওয়া হয়েছে। খাগড়াছড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ভবন নির্মাণ নিয়ে জটিলতা আছে সেজন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে গত পিএসসি সভায় আলোচনা করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বিধায় সমস্যাটির

আশু সমাধান হবে। গাইবান্ধা প্রকল্পে একটা মামলা জনিত কারণে সমস্যা হচ্ছে কিন্তু ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। গত ২৯ মে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে একটি প্রতিনিধিদল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ঝালকাঠি ও পিরোজপুরের কাজ জুন ২৩ এর মধ্যে শেষ হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতি মেহেরপুরের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি দেরিতে শুরু হওয়ায় কাজের অগ্রগতি কিছুটা কম হলেও অন্যান্য স্থানের চেয়ে কাজের অগ্রগতি সবচেয়ে ভালো।

২য় পর্যায়ে যেসব কাজ শুরু হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ জুলাই-সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। সভাপতি চট্টগ্রাম লিফটের ব্যাপারে জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) বলেন, চট্টগ্রামের লিফটের ব্যাপারে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে আগামী মাসের ০৩ তারিখ দরপত্র আহ্বানের শেষ তারিখ। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) সভাপতি মহোদয় কে আরেকবার সুযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। কাঙ্খিত দরপত্র পাওয়া না গেলে লিফটের ব্যাপার বাদ দিয়ে কাজের অগ্রগতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের মতামত নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। । স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পটিকে আগামী অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯৩.৮১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.২৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা, অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২৮.১৩ কোটি টাকা। যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯৩.৭৭%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০.৯৩ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৪.৪০%। সভাপতি মহোদয় খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পে কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পে কোনো সমস্যা নাই। গত ২৪ মে ২০২৩ কারা মহাপরিদর্শক উক্ত প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, কাজের অগ্রগতি অনেক ভালো।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৬৭.৪৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.২৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৮.০৮ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৮.০৮ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬.৭২ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৪.৭৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি আগামী মাসে শেষ হবে এবং এটিই হয়তো তার শেষ এডিপি সভায় অংশগ্রহণ।

তিনি আরো বলেন, কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্পে পন্য ক্রয় ছাড়া আর সবকিছুর কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক শেষ হবে মর্মে সভাপতিকে জানান। কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্পে পন্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালককে সর্বময় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক ও একজন অফিস সহায়ক থাকায় জনবলের অভাবে প্রকল্পের দাপ্তরিক কাজের সমস্যা হচ্ছে। গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে। গাড়ি ক্রয়ের জন্য কমিটি গঠনের চিঠি অধিদপ্তর থেকে প্রকল্প পরিচালক পেয়েছেন। শীঘ্রই কমিটি গঠন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক দরপত্র প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজে যোগাযোগ করেছেন। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ হতে শুধুমাত্র মোটর সাইকেল ক্রয় করা যাবে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে কোনো গাড়ি ক্রয় করা যাবে না মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। মোটরসাইকেলের দাম অর্থ মন্ত্রণালয় বরাদ্দ দিয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ দাম চেয়েছে ১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। তাছাড়া বাস, ট্রাক, মিনিবাস, কোষ্টার, পিকআপ এবং এ্যাম্বুলেন্স প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজের থেকে ক্রয় করা যাবে

না। কারণ এগুলোর দাম অর্থ মন্ত্রণালয়ের ধার্যকৃত দামের চেয়ে অনেক বেশি ধরা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় গাড়ির বাজার মূল্য, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্য এবং প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজের মূল্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, কোস্টার বা মিনিবাসে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ ৬৯ লাখ টাকা কিন্তু প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজের মূল্য ৮৬ লাখ টাকা। পিকআপ ৪৯ লাখ টাকা ডিপিপিতে ধরা হলেও প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজের ধার্য্যকৃত মূল্য ৫৫ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। ট্রাক ৩১ লাখ টাকা ধরা হলেও প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ থেকে ৮৬ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে। সভাপতি ডিপিপিতে এই মূল্য আছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ডিপিপির নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী গাড়ি ক্রয়ের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজের ধার্য্যকৃত মূল্যের বিষয় জানিয়ে চিঠি প্রদানের নির্দেশনা জ্ঞাপন করেন এবং তিনি নিজ দায়িত্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করবেন মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত:

(ক) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে বিদ্যমান ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মাসভিত্তিক নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে হবে;

(গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৩.০৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৫৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় প্রকল্পের কোনো অর্থ ব্যয় করা যায় নি। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, কিছুদিন আগে সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতদিন কাজ বন্ধ ছিল এখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা হবে। ইতোমধ্যে ০৩ কোটি টাকা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় ০৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারবেন কিনা জানতে চাইলে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ খরচ করা সম্ভব মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) চলতি অর্থবছরে কাজের গুণগতমান বজায় রেখে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে হবে;

(খ) মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.৯৭ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০.৯৭ কোটি টাকা। যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (CCEA) গত ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোবাইল ফোন জ্যামার ক্রয়ের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আরএডিপি বরাদ্দের ২০ কোটি টাকা উপযোজন করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বরাদ্দকৃত টাকা যথাযথভাবে ব্যয় ও প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭৭.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫.৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৬০.০১ কোটি টাকা, অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৩৬.০০ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২.৪৮ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ১৬.৫৩%।

একদিনের মধ্যে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জিও জারী করায় প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং সভাকে জানান আইবাসে আপডেটেড হওয়ায় ব্যয় গুলো করা সম্ভব হবে। উপযোজনের বিষয়টি প্লানিং কমিশনে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এ ৩০/০৫/২০২৩ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির উপযোজন সম্পন্ন হয়েছে এবং অগ্রগতি অনেক ভালো হওয়ায় ৯৯% কাজ শেষ হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও সভাকে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে আমাদের যাচাই কমিটির সভায় একটি সিদ্ধান্ত ছিল ফায়ারের যে উপকরণগুলোর প্রাক্কলন ফায়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে ভেটিং নেওয়া হবে।

আইজি, প্রিজন এর দপ্তর হতে ৩০/০৫/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৬.৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৩.৪৪ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭১.২৫%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৩৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৯.৯৩%। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। উপযোজনের মাধ্যমে প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থবছরে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আলাদাভাবে করা হয়েছে কিনা তা জানতে চান। জবাবে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, প্রকল্প সংশোধনের সাথে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক টার্গেট অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত

ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৫.২৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.২৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৩৭.৫০%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪.৬৯ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৭.৯৩%। প্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থছাড় বন্ধ ছিল। অন্য প্রকল্প থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। তন্মধ্যে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩.৩৭ কোটি টাকা। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, আগামী বছর এ প্রকল্পে এডিপিতে কত টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং প্রকল্পটি "সি" ক্যাটাগরিতেই আছে কিনা? এ বিষয়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান আগামী বছর এডিপিতে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং প্রকল্পটি "বি" ক্যাটাগরি ভুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) অর্থ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই/২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪.৫০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬.৯০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭.৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৪৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ২৭.৩৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের অগ্রগতি ধীর গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে বিধায় প্রকল্পে বরাদ্দকৃত সম্পন্ন অর্থ ব্যয় করা যাবে না তবে উপযোজন করে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। যা এ প্রকল্পে খরচ করা যাবে।

পূর্ত কাজের ০৭ টি প্যাকেজের মধ্যে ০২টি কাজ চলমান, ০৩টি প্যাকেজের কাজ চুক্তি হয়ে গেছে, এগুলোর কাজ দ্রুত শুরু হবে এবং ০২টি প্যাকেজের টেন্ডার হয় নাই বিধায় এ ০২টি'র কাজ পরে হবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানতে চান, এ প্রজেক্টের টাকা কোথায় ব্যয় করা হয়েছে? এ বিষয়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) জানান, ০৩টি প্রকল্প থেকে টাকা বিয়োজন করা হয়েছে, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে ৬২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, কারা নিরাপত্তা থেকে ২০ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, জামালপুর জেলা কারাগার ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং উপযোজন করা হয়েছে খুলনা জেলা কারাগারে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, কুমিল্লা কারাগারে ১৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ই পাসপোর্ট ৬০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। ৩টি প্রকল্প হতে বিয়োজন করা হয়েছে এবং ৩ টি প্রকল্পে যোজন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	কারা অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৬-০৪-২০২৩ তারিখের ৮৭ নং স্মারকমূলে High-roof শব্দটি বাদ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এর কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specificaiton) চুড়ান্ত করা হয়েছে। চুড়ান্তকৃত কারিগরি বিনির্দেশ সংযোজিত করে এবং ০৭-০৯-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০-০৫-২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	কারা অধিদপ্তর
৪.	এ্যাকসেস টু জাস্টিস থ্রু প্রিজন এন্ড পলিসি রিফর্মস প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩)	গত ০৯-০৮-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধন করে ২৬ মে ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে সংশোধিত টিএপিপি গত ০৩-০৭-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ থেকে ০২-০৮-২০২২ তারিখ টিএপিপির উপর কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে; সে মোতাবেক টিএপিপি সংশোধন করে ১৫-১১-২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ১২-১২-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৩/০৪/২০২৩ তারিখ প্রকল্পের এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর

১০। সভাপতি মহোদয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১৩৫

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১৩ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
১০) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১১) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
১২) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৫) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৬) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১৭) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
১৮) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৯) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
২১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২২) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরি-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ মোশারফ হোসেন

উপসচিব